

### কালীঘাট শক্তপীঠ

কালীঘাট শক্তপীঠ / কালীঘাট মন্দির:- কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ কালীমন্দির এবং একান্ন শক্তপীঠের অন্যতম হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থের পীঠদেবী দক্ষিণাকালী এবং ভৈরব বা পীঠরক্ষক দেবতা নকুলেশ্বর রূপে পূজিত হন। পৌরাণিক কথিতমতে অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর তাঁর ডান পাশের চারটি আঙুল এই তীর্থে পতিত হয়েছিল। পুরাণ মতে এ স্থান বারাণসী তুল্য।

বলা হয়, বহোলা থেকে 2 যোজন ব্যপকালিক্ষেত্রের 3 প্রান্তে অবস্থিত স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবি আর তার মাঝেই দেবীর অবস্থান। দেবী এখানে ভৈরবী, বগলা, মাতঙ্গী, বিদ্যা, কমলা, ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, চণ্ডী প্রভৃতিরূপে পূজিত। দীপান্বিতা অমাবস্যাতে দেবীকে মহালক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়। 1 টি সিন্দুক সতীর প্রস্তুতকৃত অঙ্কুরের রক্ষিত আছে; এটি কারোর সম্মুখে বের করা হয় না আর এটি ব্রহ্মবদীর নীচে রয়েছে।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামক এক মাতৃসাধক একদা এখানে কালীর ধ্যান করছিলেন। এরপর একরাত্তে তিনি দেবীর কন্ঠ শুনতে পান। তাকে বলা হয়, সে যে বদেীতে বসে ধ্যান করছিলেন সেটি ব্রহ্মবদী (অর্থাৎ একদা ব্রহ্মা সেখানে বসে দেবীর ধ্যান করতেন), আর দেবীর সেই অঙ্কুরের পাশের কালীন্দ্র হরদে রয়েছে। তাকে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, নলিগরী পর্বতে ব্রহ্মানন্দ গরী নামক একজন সাধক আছেন, তার কাছে যে কষ্টপিথের শলিস্তম্ভ রয়েছে, তা যেন সেই ব্রহ্মবদীতে স্থাপন করা হয়। এরপর আত্মারাম নীলগরী গিয়ে ব্রহ্মানন্দের সাথে দেখা করেন। ধারণা করা হয়, কোন দৈববলে সেই 12 হাত লম্বা আর 2 হাত চওড়া সেই শলিকাকে কালীঘাটে আনা হয়েছিল। বলা হয়, তখন স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সেখানে আবিষ্কৃত হয়ে সেই শলিকাকে মাতৃরূপ দেন আর তা ব্রহ্মবদীতে স্থাপন করেন। এভাবে দেবীর স্থাপনা হলেও তখনও দেবীর সেই খণ্ডিত চরণ নখিঁজ, এমতাবস্থায় একরাত্তে কালীন্দ্র হরদের পাশে সাধনাকালে আত্মারাম ও ব্রহ্মানন্দ হরদের ভেতরের একটি স্থান থেকে আলো দেখতে পান। পরদিন ভোরের তারা সেখানে মাঘের চরণাংশ পান। এটি ছিল স্নানযাত্রার দিন, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন। এদিন আজও প্রথা মনে বিশেষ পূজা হয়। কালীমন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে শ্যাম রাঘের মন্দির।

কালীঘাট কালীমন্দিরের কষ্টপিথের কালীমূর্তি অভিনব রীতিতে নির্মিত। মাঘের মাথা সোনার মুকুটে শোভিত।

যুগদ্বয়ঃ মহাদেব দক্ষাঙ্কুষ্ণং পদোমম  
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপদাঙ্কুলি সু চ ম  
সর্বসদ্বিকারী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।।

বঙ্গানুবাদ: "কালীঘাট মহাশক্তপীঠ। সকল পীঠস্থানের শ্রেষ্ঠ। কালীপীঠের দেবী মহাশক্তিবরুণী কালী। আর পীঠরক্ষক হলেন ভৈরব নকুলেশ্বর। এখানে পূজা দলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। কালীঘাটের দেবী কালিকা সর্বসদ্বিকারী।"